দাবি পূরণে সাড়া নেই, ক্ষোভ বাড়ছে শিক্ষকদের

বিশেষ প্রতিনিধি ও ঢাবি প্রতিনিধি

০৯ জুলাই, ২০২৪
১০:৪০

শেয়ার

অ +

অ -

পেনশনসংক্রান্ত বৈষম্যমূলক প্রজ্ঞাপন প্রত্যাহারের দাবিতে ষষ্ঠ দিনের মতো গতকাল কর্মবিরতি ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। ছবি : কালের কণ্ঠ

সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচির ‘প্রত্যয়’ স্কিমে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তি বাতিলের দাবিতে ষষ্ঠ দিনের মতো সর্বাত্মক কর্মবিরতি পালন করছেন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। তবে এত দিনেও দাবি পূরণে সরকারের তেমন

কোনো সাড়া না পাওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে শিক্ষকদের। এমনকি আরো কোনো কঠোর কর্মসূচি দেওয়া যায় কি না, তা নিয়ে ভাবছেন তাঁরা।

‘প্রত্যয়’ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি বাতিলসহ শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন স্কেল এবং সুপারগ্রেড প্রণয়নের দাবিতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের ডাকে কর্মবিরতিতে নামেন ৩৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

এতে সব ধরনের ক্লাস-পরীক্ষা, এমনকি পাঠাগারও বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীরা চরম সমস্যায় পড়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেশনজট বাড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

এদিকে গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষকদের আন্দোলনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

গতকাল দুপুর ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শিক্ষক সমিতি কলা ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে।

এ সময় ঢাবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে তিন দফা দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি ও কর্মবিরতি করে যাচ্ছি। কিন্তু দাবি মানার কোনো অবস্থা দেখছি না। আমরা আগেও বলেছি, এখনো বলছি, দাবি আদায় করেই আমরা ক্লাসরুমে ফেরত যাব।’

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক আবুল মনসুর আহাম্মদ বলেন, ‘একটি দুষ্টচক্র সরকারকে ষড়যন্ত্র করে বিপথে পরিচালনার চেষ্টা করছে।

প্রত্যয় স্কিম সেই ষড়যন্ত্রেরই অংশ। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এই স্কিমের মাধ্যমে বৈষম্যের শিকার হতে যাচ্ছেন। আমরা আশা করব, সরকার এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখবে। আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করুন। আমরা দ্রুত ক্লাসে ফিরে যেতে চাই।

,

ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ও ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক নিজামুল হক ভূইয়া পেনশন কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে বলেন, ‘সাড়ে তিন মাস ধরে আমরা আন্দোলন করছি। পর্যায়ক্রমে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়েছি, সংবাদ সম্মেলন করেছি, স্বাক্ষর নিয়েছি। আমরা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি। আপনারা তখন কোথায় ছিলেন? ১ জুলাই যখনই আমরা সর্বাত্মক কর্মবিরতিতে গেলাম, আপনাদের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এলো। আপনারা এত অবজ্ঞা করেন আমাদের? আপনারা কি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারতেন না?’

অধ্যাপক নিজামুল হক বলেন, ‘একটি দুষ্টচক্র ২০১৫ সালে আমাদের বেতন স্কেলের জন্য রাস্তায় নামিয়েছিল। সে চক্রটিই আমাদের ওপর প্রত্যয় স্কিম চাপিয়ে দিয়েছে। এই চক্র ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রীকে ভুল বুঝিয়েছিল। এখনো একইভাবে ভুল বোঝাচ্ছে।’

তিনি আরো বলেন, ‘এই যে প্রত্যয় স্কিম করেছেন, ওনারাই কি সব বিশেষজ্ঞ? অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ওনারা জানেন? প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের অর্থনীতির, গণিতের শিক্ষকরা ছিলেন; যাঁরা তাঁদের অঙ্ক করে পেনশন স্কিম বুঝিয়ে দিতে পারতেন। তা না করে তাঁরা মনগড়া জিনিস দিয়ে শিক্ষকদের বিভ্রান্ত করছেন।’

গতকাল শিক্ষকদের চলমান আন্দোলনে একাত্মতা পোষণ করে যুক্ত হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

এদিকে প্রত্যয় স্কিম বাতিলের দাবি না মানা হলে ভবিষ্যতে আন্দোলন আরো জোরদার হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের নেতারা। এমনকি শিক্ষার্থীদের মতো অবরোধ কর্মসূচিও ঘোষণা করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। এ সময় শুধু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা দিলে মানবেন না বলে জানান কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। গতকাল সকাল সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে এ কথা বলেন তাঁরা।

প্রতিবাদ সমাবেশে ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক সারোয়ার হোসেন বলেন, ‘অর্থমন্ত্রী কী বুঝে প্রত্যয় স্কিম সমর্থন করলেন, আমরা বুঝি না। অনেক খুঁজেও একটা ভালো দিক আমরা পাইনি। এ স্কিম কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। ধীরে ধীরে আন্দোলনের পরিধি বাড়বে। আমাদের সঙ্গে এরই মধ্যে আরো পাঁচটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যুক্ত হয়ে মোট ৪০টি বিশ্ববিদ্যালয় একাত্মতা ঘোষণা করেছে।’